পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
যুগ্ম প্রশাসনিক ভবন
সমষ্টি এইচ সি-৭, বিভাগ-৩, লবণ হ্রদ, কলিকাতা-১০৬

স্মারক সংখ্যা-১৩৪২আর ডি-পি/এনআরইজিএ/১৮বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫

বৃক্ষপাট্টা সম্পর্কিত নির্দেশিকা

ভারত সরকারের স্মারকসংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮-এন আর এ জি এ(ইউ এন) পার্ট২ তাং ৩১/০৭/১৪ মোতাবেক দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের স্থায়ী সম্পদ ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায়, বিশ্ব উষ্ণায়নের কুপ্রভাব কমাতে, ভুমি ও জলের সংরক্ষণ ও সবুজায়নের লক্ষে 'বৃক্ষ পাট্টা' প্রদানের ও বৃক্ষরোপণের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

এই বৃক্ষ পাট্টা প্রদান ও বৃক্ষরোপণের কর্মসূচী নিম্নবর্ণিত পর্যায়ে সম্পাদন করতে হবে।

১) রাস্তা ও ভূমি খন্ড চিহ্নিতকরণ: প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তা, পঞ্চায়েত ও জেলা বোর্ডের রাস্তা, নালা ও জলাশয়ের বাঁধ, উপকূলভূমি,রেল লাইন, সেচবাঁধ, পিডব্লুডি বা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অধীনে জাতীয়, রাজ্য, অন্যান্য সড়কের পার্শ্বে জায়গা চিহ্নিত করতে হবে।স্থানীয় পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধি ও পঞ্চায়েতের কর্মী এ কাজটি করে ফেলবেন। একসারির পথপার্শ্ব, বহুসারি পথপার্শ্ব, পথপার্শ্বে খন্ডজমিতে এই কর্মসূচী নিতে হবে। খন্ডজমি যা সরকারি, বারোয়ারী বা স্বনির্ভর দলের লিজহোল্ড জমি খন্ডের সবুজায়ন একই নিয়মে করা যাবে।

২) উপভোক্তা চিহ্নিতকরণ: মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সূচী ১ অনুচ্ছেদ ৫-এ বর্ণিত দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ , যারা চিহ্নিত রাস্তা বা ভূমিখন্ডের সন্নিকটে বসবাস করেন তাদের উপভোক্তা হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। এধরণের স্বনির্ভর দলকেও নির্বাচিত করা যায়। পঞ্চায়েত এ কাজ গ্রামসভা/গ্রামসংসদের সাহায্যে সম্পূর্ণ করবে।

৩) পরিবার পিছু গাছের ধরণ ও সংখ্যা নির্ণয়: নির্বাচিত উপভোক্তারা দরখাস্ত করবেন কোন প্রজাতির কতসংখ্যক গাছ তিনি পালন করতে চান । এলাকার নির্বাচিত উপভোক্তাদের এরূপ সকল দরখাস্ত একত্রিত করে মোট প্রজাতি ভিত্তিক গাছের সংখ্যা সংকলিত হবে। একটি উপভোক্তার গাছের সংখ্যা ৫০টির কম বা ২০০-র বেশি হবে না। প্রজাতি নির্বাচনের সময় প্রজাতিটি এলাকায় উপযুক্ত কিনা, চারার তৈরী ও সংগ্রহের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।পঞ্চায়েত প্রয়োজনে বাগিচা বিশারদের পরামর্শ নেবে।

৪) জমি অধিকারীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা : '১ নং খাপে' উপভোক্তা প্রতি বিভিন্ন প্রজাতি ও জমির খতিয়ান দিয়ে জমির মালিকানা প্রাপ্ত দপ্তরের কাছে পঞ্চায়েত দরখাস্ত করবেন, গাছ বসান ও গাছের উপর উপভোক্তাদের 'ফলভোগের' অধিকার সম্বলিত অনুমতি প্রাপ্তির জন্যে। গাছগুলি থকে যা কিছু সম্বৎসর পাওয়া যাবে তার ২৫% পাবে পঞ্চায়েত ও ৭৫% পাবেন উপভোক্তা। গাছের কাঠ টিম্বারের ক্ষেত্রেও (বনদপ্তরের নিয়ম মোতাবেক কাটতে হবে) ৭৫% পাবেন উপভোক্তারা এবং পঞ্চায়েত পাবে ২৫%।স্বনির্ভর দল বা উপভোক্তা গোষ্ঠী কোন লিজ জমিতে বন বা বাগান সৃষ্টি করলে ফলভোগের ক্ষেত্রে উপভোক্তা পাবে ৬৫%, জমি মালিক ২৫%, পঞ্চায়েত ১০%। কাঠ বা টিম্বারের ক্ষেত্রে এই ভাগ হবে উপভোক্তা ৫০% ,জমি

মালিক ৪০% ও পঞ্চায়েত ১০%। এই ভাগ সম্বলিত চুক্তি, দুটি বা তিনটি পক্ষের মধ্যে কাজ শুরুর পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে। পঞ্চায়েতের নিজের জমির ক্ষেত্রে এই অনুমতি প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন, তবে একই বয়ানে অনুমোদিত নোটশিট নথি হিসাবে রাখতে হবে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কারো জমিতে অন্যস্তর বনসৃজন করলে সংশ্লিষ্ট স্তরকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।জমির উপর কোন দখলদারি, কাঠামো করা যাবে না, কেবলমাত্র গাছই থাকবে।

৫) শর্ত ও অধিকার সম্বলিত 'বৃক্ষ পাট্টা' প্রদান: সরকারি জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের জমির ক্ষেত্রে রূপায়ণকারী পঞ্চায়েত '২ নং খাপে'এই 'বৃক্ষ পাট্টা'প্রদান করবে।দপ্তর পঞ্চায়েতকে তাদের অনুমতি বা আপত্তিহীনতার কথা জানালে, পঞ্চায়েত সেই অনুমতি উল্লেখ করেও এই পাট্টা প্রদান করতে পারে।দপ্তরের নির্দিষ্ট আধিকারিক প্রার্থিত অনুমতি প্রদান না করলে তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছেও অনুমতি প্রার্থনা করা যাবে।

৬) উপভোক্তাদের কাছ থেকে বনসৃজনের দরখাস্ত পেয়ে, পঞ্চায়েত বনসৃজনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সব প্রজাতির নির্ধারিত সংখ্যক গাছের চারাঘর তৈরী হাতে নিতে হবে (চারা তৈরী করে নিলে উপাদানের খরচ অনেক কমে ও কিছু কর্মদিবস তৈরী করা যায়) । কোন কারণে তা সম্ভব না হলে চারার উৎস নিশ্চিত করতে হবে। বন দপ্তর, উদ্যানপালন দপ্তর, সি এ ডি সি এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।

৭) বনসৃজন বা বাগিচা তৈরী হতে হবে নির্দিষ্ট সূচি ও প্রাককলন মেনে। আগাছা নির্মূল,সার প্রদান, শুখা সময়ে জল প্রদান, পাহারা দেওয়ার কাজসমূহ উপভোক্তাদের দিয়ে করাতে হবে ও এ বাবদ প্রাপ্ত টাকা সরাসরি তাদের এ্যাকাউন্টে প্রদান করতে হবে(১০০ দিন পূর্ণ হলে উপকরণ খাত থেকে অর্থ দিতে হবে)।এই সময় সীমা হবে প্রজাতির ধরণের উপর নির্ভর করে তৈরী প্রাককলন অনুযায়ী, সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত। পাহারার মজুরি মিলবে পরের মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে , আগের মাসের জীবিত চারার অনুপাতে। ৯০%র বেশী গাছ বেঁচে থাকলে তবে পূর্ণ মজুরি মিলবে।৭৫%-৯০% বেঁচে থাকলে মিলবে অর্ধেক মজুরি। ৭৫% নিচে গাছ বাঁচলে পাহারা বাবদ অর্থ বন্ধ হবে। তবে গাছের পরিচর্যার কাজগুলি চালিয়ে না গেলে উক্ত অর্থের পরিমাণও অর্ধেক হয়ে যাবে।গাছের বেড়ার ক্ষেত্রে লাইভ ফেন্সিং বা কম খরচের বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজ্যের ক্ষেত্রে এই পরিমার্জিত নির্দেশিকা প্রচারিত হল। ভারত সরকারের মূল নির্দেশনামাটিও সংযোজিত হল।

সারা রাজ্যে এই নির্দেশ মোতাবেক চারাঘরের কাজ, বন ও বাগিচা সৃজন অবিলম্বে শুরু করতে হবে।

স্বা: (দিব্যেন্দু সরকার, আই এ এস)
মহাধ্যক্ষ, মহাত্মা গন্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প, প:ব:

স্মারক সংখ্যা- ১৩৪২আর ডি-পি/ ১(২০)/এনআরইজিএ/ ১৮বি-০১/ ১৪ তাং ১৭/০৩/ ১৫

অনুলিপি প্রেরিত হল জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১) প্রধান সচিব, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এ্যাডমিনিসট্রেসন

২-১৯) জেলা শাসক, সকল জেলা

২০)অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে।

১৭/০৩/১৫

সুদীপ্ত পোড়েল, ডব্লু বি সি এস(এক্সিকিউটিভ)
উপ সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

খাপ- ১

পথপার্শ্বে ও অন্যান্য খণ্ডজমিতে (সরকারি), বন ও বাগিচা সৃজনে এবং ফলভোগের অধিকার প্রদানের আবেদন পত্র

প্রেরকঃ

_____

_____ গ্রাম পঞ্চায়েত

_____ ব্লক

_____ জেলা

প্রাপকঃ

_____ (নির্দিষ্ট আধিকারিক)

_____ (দফতরের নাম)

_____ (বিভাগ ও ঠিকানা)

মহাশয়/ মহাশয়া,

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮-এনআরইজিএ (ইউ এন) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আরডিপি/এনআরইজিএ/ ১৮বি-০১/১৪, তাং ১৭/০৩/১৫- এ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক আপনার দফতরের অধীন নিম্নলিখিত জমিগুলিতে বৃক্ষরোপণের অনুমতি প্রার্থনা করছি।

ক্রমিক সংখ্যা	উপভোক্তার নাম	জব কার্ড নং	জমির বিস্তৃত বিবরণ	জমির পরিমাণ (ক্ষেত্রফল বা দৈর্ঘ্য)	প্রজাতির নাম	প্রজাতির মোট সংখ্যা

আরও অনুরোধ করি, হস্তান্তর অযোগ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি-যোগ্য বৃক্ষ পাট্টা (শুধুমাত্র ফলভোগের অধিকার সহ) উক্ত উপভোক্তাদের প্রদান করা হোক।

তাং-

স্বাঃ

স্থান-

সচিব_____ গ্রাম পঞ্চায়েত

খাপ-২

বিষয়- পথপার্শ্বে বা খণ্ডজমিতে বৃক্ষরোপণের অনুমতি ও ফলভোগের অধিকার প্রদান

তাং-

নির্দেশ

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮-এনআরইজিএ (ইউ এন) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আরডিপি/এনআরইজিএ/১৮বি-০১/১৪/ তাং ১৭/০৩/১৫ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক ও পঞ্চায়েত কর্তৃক _____ তারিখের অনুমতি প্রদানের দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত শর্তে _____ (উপভোক্তার) _____ (বর্ণিত জমিতে) _____ সংখ্যক _____ প্রজাতির বৃক্ষরোপণের ও ফলভোগের অধিকার প্রদান করা হল।

১. এই নির্দেশের ফলে জমির ওপর উপভোক্তার কোনও অধিকার জন্মাবে না। সেই অধিকার সরকারের হাতে সর্বদা ন্যস্ত থাকবে।

২. উপভোক্তা এই নির্দেশে বর্ণিত সংখ্যা ও প্রজাতি মোতাবেক বৃক্ষরোপণ করবেন এবং পাহারা ও পরিচর্যার বিষয়গুলিও পালন করবেন।

৩. গাছগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে উপভোক্তা গাছ এবং এই জনসম্পত্তির কোনও রকম ক্ষতি সাধন না করে ফলভোগের অধিকার ভোগ করবেন । শুধুমাত্র বন দফতরের নিয়ম মেনেই গাছ কাটা যাবে (যদি প্রয়োজন হয়) এবং বনদফতরের নিয়ম অনুসারে পুনরায় বনসৃজন করতে হবে।

৪. উপভোক্তা তাঁকে প্রদত্ত জমির বাইরে অন্য কোনও জমি দখল করবেন না।

৫. উপভোক্তা এমন কোনও কাজ করার চেষ্টা করবেন না যাতে করে প্রদত্ত জমির কোনও রূপ ক্ষতি হয়।

৬. উপভোক্তা প্রদত্ত জমি এমন কোনও কাজে ব্যবহার করবেন না যা আইনসিদ্ধ নয়।

উপরন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই অনুমতি প্রত্যাহার করা হবে, জমির সুরক্ষা সম্পর্কে প্রকল্প আধিকারিক ও নির্দিষ্ট আধিকারিকের প্রতিবেদনের ওপর, যদি উপভোক্তা (ক) প্রকল্পে বর্ণিত কর্তব্য সমূহ পালন না করেন, (খ) প্রদত্ত জমির ক্ষতি বা ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টা করেন, (গ) প্রদত্ত জমির বাইরে কোনও জমি দখল করেন, (ঘ) জমির ওপর আইনবিরুদ্ধ কোনও কাজ করেন বা করার প্রচেষ্টা করেন। এই অনুমতি প্রত্যাহারের পর গাছ, সম্পদ সহ জমি সরকারের হাতে পুনরায় ন্যস্ত হবে এবং সরকার অন্য কোনও উপভোক্তাকে একই ভাবে তা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন।

শ্রী/শ্রীমতি_____ (উপভোক্তা) কে বৃক্ষরোপণের কাজটি এই অনুমতি প্রদানের ছ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, নতুবা এই নির্দেশ কার্যকরি থাকবে না।

স্বাঃ

পদনাম

অনুলিপি প্রেরিত

১. _____ (উপভোক্তা)

২. _____ প্রকল্প আধিকারিক, মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প _____ ব্লক

৩. সচিব _____ গ্রাম পঞ্চায়েত